আলা হযরত
ও
ইলমে হাদীস

22-September-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

আলা হযরত

ও

ইলমে হাদীস

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর একজন ফেরাশতা আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। **(মুজামুল কাবির, ৮/১৩৪, ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)** **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নৌকা কিনারায় কিভাবে থামলো....? (কারামাতে আলা হযরত)

সদরুশ শরীয়া মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি বাহারে শরীয়তের লেখক, তাঁর বর্ণনা একদিন আমরা আলা হযরতের দরবারে উপস্থিত ছিলাম আর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে হাদীসের দরস নিচ্ছিলাম।

سُبْحٰنَ الله! কেমন জ্ঞানগর্ব, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ইশকে রাসূল সম্পন্ন পরিবেশ হবে হাদীসের দরস দাতা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আর দরস শ্রবণকারীরা কে? প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা। সৈয়্যদী আলা হযরতের অভ্যাস ছিলো যে তিনি হাদীস শরীফ পড়ানোর সময় কোন দিকে মনযোগ দিতেন না, সম্পূর্ণ মনযোগের সাথে, অযুসহকারে বসে, হাদীসে পাকের গুরুত্ব অন্তরে ধারণ করে নিষ্ঠা ও আগ্রহের সাথে হাদীসে পাক পড়াতেন। মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা: আজ (যখন আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে হাদীসের দরস নিচ্ছিলাস,

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়;) আলা হযরতের অভ্যাসের বিপরিত হাদীসের দরসের মাঝখানে আসন থেকে উঠে কোথায় চলে গেলেন, ১৫ মিনিট পর পূনরাই তাশরিফ নিয়ে আসলেন তখন চেহরাতে দুশ্চিন্তার প্রভাব দৃশ্যমান, এমন মনে হচ্ছিলো যেন কোন গভীর ধ্যনে রয়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় এটা ছিলো যে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত মোবারক ও আস্তিন (অর্থাৎ বাহু) পানি দ্বারা ভিজা ছিলো, আমাকে (অর্থাৎ মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে) বললেন: অরেকটি শুস্ক জামা নিয়ে আসুন!

সদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভেতরে ভেতরে তো আশ্চর্য হয়ে ছিলেন যে, বিষয়টা কি? কিন্তু বাহ্যত আলা হযরত তো আলা হযরত, সদরুশ শরীয়া এর উস্তাদও, সদরুশ শরীয়ার পীরও, সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে পরিপূর্ণভাবে সম্মান করতেন, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করার সহস হলো না। সুতরাং! তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে শুস্ক জামা নিয়ে উপস্থিত হলেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জামা পরিধান করলেন এবং পূনরাই হাদীসে পাক পড়ানো আরম্ভ করে দিলেন।

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা আশ্চর্যের বিষয় আমার ভিতরে ভিতরে সন্দেহ হচ্ছিলো, সুতরাং আমি ঐ দিন, তারিখ ও সময় লিখে রাখলাম, সেই ঘটনার ঠিক ১১ দিন পর কিছু লোক আসলো, তাদের নিকট উপহার সামগ্রি ছিলো, তারা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, উপহার পেশ করলেন, কিছুক্ষণ খিদমতে উপস্থিত ছিলো, আবার চলে গেলো। যখন ঐ সকল লোক চলে যেতে লাগলো তখন আমি তাদের সাথে কুশল বিনিময় করলাম, কোথা হতে আসছেন, কিভাবে আসছেন? কি কাজ ছিলো? ইত্যাদি এভাবে তাদের নিকট প্রশ্ন করলাম

তখন তারা বললো: অমুক তারিখে আমরা নৌকাতে আরোহণ ছিলাম, হঠাৎ বাতাসের গতি চলতে লাগলো, যার ফলে সমুদ্রের ঢেউ প্রবল বেগে আসছে, আমাদের নৌকা দোলতে লাগলো, নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম ছিলো আর আমরা ডুবে মারা যেতাম, সেই সময় আমরা দোয়ার জন্য হাত উঠালাম, আল্লাহ পাকের দরবারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উসিলা দিয়ে দোয়া করলাম: ইয়া আল্লাহ পাক! আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদের তুফান থেকে মুক্তি দান করুন। এরই সাথে আমরা মান্নাতও করলাম।

ব্যস প্রার্থনা করতে দেরি, আমাদের উপর দয়া হয়ে গেলো এক ব্যক্তি প্রকাশিত হলো, সেই ব্যক্তি নৌকা ধরলো আর টেনে কিনারায় পৌঁছে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উসিলায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেন। আর যা আমরা মান্নাত করেছিলাম, আজ সেই মান্নাত পূর্ণ করার জন্য উপস্থিত হলাম।

(হায়াতে আলা হযরত, ৩ খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ২৫ সফরুল মুযাফফর আশিকদের ইমাম, আশেকদের গৌরব, মর্যাদা, মহত্ব, নবী প্রেমীকদের পরিচয়, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রাযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরসের দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! বিশ্বব্যাপি আশেকানে রাসূল আনন্দ ও উল্লাসে, ধুম-ধামের সাথে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র ওরস উদযাপন করে থাকেন।

আজ আমরা اِنْ شَآءَ الله! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা করা শুনার সৌভাগ্য আর্জন করবো। আজ বয়ানের বিষয় হচ্ছে। **আলা হযরত ও ইলমে হাদীস।**

হাদীস কাকে বলে....?

মূলত আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক মুখ নিঃসৃত শব্দসমূহ, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কর্ম ও মোবারক অবস্থান সমূহকে হাদীস বলা হয়। আবার কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ও তাবেয়ী (অর্থাৎ ইমান সহকারে সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ তাদের সঙ্গলাভকারীগণের) বানীকেও হাদীস বলা হয়। হাদীস এটি একটি জ্ঞান, এটি শিখা হয়, মাদরাসাতে পড়ানো ও শিখানো হয়, আমাদের প্রিয় আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস পড়তে কতটা আগ্রহী ছিলেন?তাঁর হাদীস বুঝা, হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে কতটা দক্ষ ছিলেন? অতঃপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্যের নিকট হাদীস পৌঁছানোর কেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা রাখতেন? সে সম্পর্কে আজ আমরা কিছু মাদানী ফুল শোনা ও বুঝার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

ইলমে হাদীস সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা

মূল বিষয়ের প্রতি কথা-বার্তার পূর্বে এই মাদানী ফুল নিজ অন্তরের মাদানী পুষ্পধারায় সাজিয়ে নিন; ✸ দ্বীনি জ্ঞানের মধ্যে কুরআনুল করীমের পর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ও সবচেয়ে উত্তম জ্ঞান হলো হাদীসের জ্ঞান, যে আলেমে দ্বীন, যে মুফতি, যে ইসলাম সম্পর্কে যে কোন প্রকারের গবেষণা করতে চাই তার উপর কুরআনে পাকেরও জ্ঞান রাখা আবশ্যক ও কোন দক্ষ আশেকে রাসূল আলেমে দ্বীন থেকে নিয়মিত হাদীস পাকের জ্ঞানও অর্জন করে নেওয়া ✸ আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই মর্যাদা দান করেছে যে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক মুখ থেকে বাহির হওয়া এক একটি বর্ণ, এক একটি শব্দ,

এক একটি বাক্য ইলম ও হিকমতের গভীর সমুদ্র। রাসূল পাকের মুখ ঐ মোবারক মুখ, যেই মুখ থেকে যা কিছু বের হতো, সেগুলো কেবল সত্য, সত্য, আর সত্যই হত, সত্য ব্যতিত এ মোবারক মুখ থেকে কখনো কিছু বের হত না। আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰى ۝
(পারা ২৭, সূরা নজম, ৩-৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তা তো ওহীহ, যা তার প্রতি (নাযিল) করা হয়।

✸ আশেকানে রাসূল উলামায়ে কিরামগণ ইলমে হাদীস শিখার ক্ষেত্রে একটি ভালোবাসার দিকও মাথায় রাখেন, তা এটাই যে, হাদীসে পাক আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক মুখ থেকে বের হওয়া শব্দাবলী, এটা সেই শব্দাবলী যার মধ্যে হুযুরের মুখের সুগন্ধি রয়েছে, এটা সেই শব্দাবলী যার মধ্যে মুস্তফার মুখের মিষ্ট ভাষা রয়েছে, এটা সেই শব্দাবলী যা আমাদের পৃথিবীর প্রাণ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথার ধরণ স্বরণ করিয়ে দেয়।

অতএব আশেকানে রাসূল উলামায়ে কিরামগণ নিজের বক্ষকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বরণ দ্বারা আবাদ করার জন্য, ইশকে রাসূল বৃদ্ধি করার জন্য আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে ইলমে দ্বীন শিখতেনও ও সেটাকে সামনের দিকে প্রসারও করতেন।

এ ক্ষেত্রে যখন আমরা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মত ব্যক্তিত্বকে দেখি তাহলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যান্ত দক্ষ মুফতিও ছিলেন, তুলনাহীন আলেমে দ্বীনও আর তিনি কেবল আশেকে রাসূল নন বরং আশেকে রাসূলের ইমাম, এই জন্য আলা হযরতের আলা হযরত হওয়াটাই এই বিষয় প্রমাণ করে যে তিনি ইলমে

হাদীসের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। আর আমরা যখন আলা হযরতের জীবনী পড়ি তখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আসলেই হাদীসের ক্ষেত্রে দক্ষ আলেম দৃষ্টিগোচর হয়।

আলা হযরতের জীবনি ও ইলমে হাদীসের তিনটি দিক

যদি আমরা এই বিষয়ের প্রতি চিন্তা করি যে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলমে হাদীসের মধ্যে কেমন দক্ষতা রাখতেন তাহলে মৌলিকভাবে আলা হযরতের ৩টি দিক আমাদের সামনে আসে:

(১): জ্ঞান ও বিষয়ের দিক থেকে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলমে হাদীসের মধ্যে কেমন পারদর্শী ছিলেন? অর্থাৎ হাদীসে পাকের যে স্তর রয়েছে, হাদীসে পাকের বিভিন্ন প্রকার উলামায়ে কেরামগণ নির্ধারণ করেছে, সেই স্তর ও প্রকারগুলোকে বুঝাতে হাদীসে পাকের অর্থ ও সরাংশ বুঝাতে, হাদীসে পাক থেকে জ্ঞানের বিষয় বের করার ক্ষেত্রে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কেমন পারদর্শী ছিলেন? (২) হাদীস সমূহ পড়ার ক্ষেত্রে, হাদীস আয়ত্ব করতে, স্বরণ রাখতে ও অন্যের নিকট পৌঁছাতে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ধরণ কেমন ছিলো? (৩)তৃতীয় দিক এটাই যে, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীস সমূহের উপর আমল করার ক্ষেত্রে আ লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কেমন ছিলেন? আসুন! এ তিনটি দিককে সামনে রেখে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পবিত্র জীবনি শ্রবণ করি।

(১): ইলসে হাদীসের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বিষয়ের পারদর্শীতা

ঐ সব উলামাগণ যারা আসলেই ইলমে হাদীস শিখেছে, হাদীস সমূহ বুঝেছে, আয়ত্ব করেছে আর তার মধ্যে পারদর্শীতা অর্জন করেছে, সেই সব উলামাগণের বিভিন্ন পদমর্যাদা ও স্তর রয়েছে, কাউকে মুহাদ্দীস

বলা হয়, কাউকে হাফেযুল হাদীস বলা হয়, কাউকে হুজ্জাত বলা হয়, কেউ আবার শায়খুল হাদীস হয়ে থাকে। অনুরুপভাবে উলামায়ে কেরামের একটি স্তর রয়েছে: আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। ইলমে হাদীসের সেই আলেম যিনি নিজ যুগের সমস্ত উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীসে পাকের পারদর্শী হন, তাকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যেমনিভাবে আমাদের প্রিয় আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজ যুগে সবার চেয়ে বড় মুফতি, সব চেয়ে বড় মুফাসিসর, উচ্চ পদের সুফি, উচ্চ স্তরের বিজ্ঞানী ও বড় গণিতবিদ, অনুরুপভাবে ইলমে হাদীসের বিষয়ে তিনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস।

মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বানী

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মোবারক যুগের একজন অনেক বড় মুহাদ্দীস: আল্লামা ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বন্ধুও ছিলেন, ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর হাদীসে পাকের খিদমত করেছেন আর হাদীসে পাকের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব বুখারী শরীফ তার মুখস্ত ছিলো, উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দীস ছিলেন।

মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন ছাত্র ছিলো: সায়্যিদ মুহাম্মদ আশরাফি মিঞা জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনিও পরে অনেক বড় মুহাদ্দীস হয়েছেন আর মুহাদ্দীসে আযম হিন্দ বলা হয়েছে।

একবার মুহাদ্দীসে আযম হিন্দ সায়্যিদ মুহাম্মদ আশরাফী মিঞা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজ সম্মানিত ওস্তাদ মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন: আলি জা! আপনি

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা অধিক করে থাকেন এর কারণ কি? ছাত্রের এই প্রশ্ন শুনে মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখে আশ্রু বের হয়ে গেলো আর ভালোবাসার উদ্দিপনায় অস্থির হয়ে বললেন: আমি ও আমার বংশদর اَلْحَمْدُ لِلّٰه! পূর্বে থেকে মুসলমান কিন্তু যখন আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংস্পর্শে আসতে লাগলাম, আমার ঈমানের অবস্থা (অর্থাৎ মিষ্টতা) পেয়ে গেলাম, ব্যস যার সদকায় ঈমানের অবস্থা নসিব হলো, তার স্বরণের মাধ্যমে আমার অন্তরকে প্রশান্তি দিতে থাকি।

سُبْحٰنَ الله! মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে ভালোবাসা দেখুন আর তাঁর কথার প্রতি একটু চিন্তা করুন! সমসাময়িক একজন অনেক বড় আলেম, যিনি ৪০ বছর ইলমে হাদীসের খিদমত করেছেন, যার হাজার হাজার হাদীস মুখস্ত, তিনি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বলছেন যে আমার ঈমানের অবস্থা (অর্থাৎ মিষ্টতা) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংস্পর্শের মাধ্যমে নসিব হয়েছে, সুতরাং আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা দ্বারা নিজের অন্তরকে প্রশান্তি দিয়ে থাকি।

মুহাদ্দীসে আযম হিন্দ সায়্যিদ আহমদ আশরাফী মিঞা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সম্মানিত ওস্তাদ মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই ঈমান উদ্দীপক উত্তর শুনে আরজ করলাম: আলি জা! আলা হযরত ইলমে হাদীসের মধ্যে কি আপনার সমপরিমাণ? মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাৎক্ষনিক বল্লেন: কখনো নয়। অতঃপর বললেন: শাহজাদা! আপনি একটু বুঝুন যে, আমি কখনো নয় বলার অর্থ কি? শুনুন! আলা হযরত আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, যদি আমি সারা বছর আলা হযরত

থেকে ইলমে হাদীস শিখতে থাকি, তাঁর ছাত্রত্ব অবলম্বন করি তারপরও আমি তাঁর কদমের সমপরিমাণে পৌছতে পারবো না।

(মাহনামাহে আল মিযান, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

ইলমে হাদীসের পারদর্শীদের জন্য সনদ অনুমোদন

ইলমে হাদীসের একটি নিয়ম যে মুহাদ্দীসগণ নিজ ছাত্রদেরকে কিংবা যাদেরকে হাদীসে পাক বর্ণনা করবে, তাদেরকে হাদীসের সনদের অনুমোদন দেয়। আর এই নিয়ম যে যার এই অনুমোদন অর্জন হয় না, সেই তার হাদীসে পাক নিজ সনদ থেকে বর্ণনা করতে পারবে না। এটি একটি উসূলের বিষয় আর সেই উসূলের ব্যাখ্যা রয়েছে, যা উলামায়ে কিরামগণই ভালো জানেন।

দ্বিতীয় হজ্জের সময় যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হলেন তখন তিনি জানতেন যে হজ্জের সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানগন হজ্জের জন্য আসেন, উলামায়ে কিরামেরও একটি বড় ইজতিমা হতো। যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্জের জন্য গেলেন, সেই সময়ও মিসর থেকে, সিরিয়া থেকে আরো অনেক দেশ থেকে উলামায়ে কিরামগণ হজ্জের জন্য এসেছিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আল্লাহ পাক খ্যাতি দান করেছেন, যখন ঐসব উলামায়ে কেরাম জানতে পারলেন যে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরিফ নিয়ে আসলেন তখন এই সব উলামায়ে কিরামগণ একত্রিত হয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে উপস্থিত হতে লাগলো, তাদের মধ্যে হতে অনেক উলামা ছিলো যারা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে ইলমে দ্বীনের কতিপয় কঠিন মাসআলা বুঝে নিয়েছে, অনেক এমন ছিলো যারা কতিপয়

জ্ঞান লাভ করেছে। আর সেই সময় বড় বড় মুহাদ্দীসের একটি সংখ্যা ছিলো যারা সেই সময় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে হাদীসের সনদ অনুমোদনও লাভ করেছেন।

হে আশেকানে রাসূল! অনুমান করুন! আরবের বড় বড় উলামা, মুহাদ্দীসগণ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে হাদীসের সনদ অনুমোদন লাভ করেছে, হয়তো এ সব বড় বড় মুহাদ্দীসগণ মুখের ভাষায় এটাই ঘোষাণা করতেছে যে আজকের যুগে সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীসের উপাধী দেওয়া যাবে, তিনিই আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

পিলিভেত এ ৩ ঘন্টার বয়ান

১৩০৩ হিজরীতে মুহাদ্দীস ওয়াসি আহমদ সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পিলিভেত এ মাদরাসাতুল হাদীস স্থাপন করলেন, এরি প্রেক্ষিতে মুহাদ্দীস সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দেশের বড় বড় উলামায়ে কিরামগণকে দাওয়াত দিলেন, আশিমুশান ইজতিমার আয়োজন করা হলো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও তাশরিফ আনলেন, মুহাদ্দীস সূরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে বয়ান করার অনুরুদ করলেন, অতঃপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মঞ্চে তাশরিফ নিলেন আর নিজ দেশের বড় বড় উলামা, মুহাদ্দীস, ফকিহগণের উপস্থিতে ইলমে হাদীসের উপর তিন ঘন্টা বয়ান করলেন। আ লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে হাদীসের উপর সুদৃঢ় সূক্ষ্ম জ্ঞান বর্ণনা করছেন আর তাঁরা শ্রবণ করে ইজতিমায় বিদ্যমান বড় বড় উলামাগণ আশ্চর্য হতে থাকে, যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ান শেষ হয়ে গেলো তখন মুহাদ্দীস সাহারান পূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছেলে উঠলো আর সামনে আগ্রসর হয়ে সাথে সাথে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতে চুম্বন

করলো। (জামিউল আহাদীস, ১ খন্ড, ৪০৮-৪০৭) হয়তো এই অবস্থাটায় এটা ঘোষাণা করছে:

(২) আ লা হযরত ও হাদীসে পাকের অধ্যয়ন

হে আশেকানে রাসূল! এটা তো ছিলো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জ্ঞান ও বিষয়ের দিক দিয়ে ইলমে হাদীসের পারদর্শীতা যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্ঞানের দিক দিয়ে, বিষয়ের দিক দিয়ে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। আর এই উপাধি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সেই যোগের মুহাদ্দীসগণ দিয়ে ছিলেন। এখন আসুন! এটা দেখি যে হাদীস পড়া, হাদীস আয়ত্ব করা ও অন্যের নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ধরণ কেমন ছিলো?

আলা হযরত হাদীসে পাকের কতটি কিতাব পড়েছেন?

একবার সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি হাদীসে পাকের কোন কোন কিতাব পড়েছেন, পড়িয়েছেন? এর উত্তরে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রথমে তো ইলমে হাদীসের কয়েকটি কিতাবের নাম গণনা করিয়েছেন, যেমন বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমীযি, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, এভাবে ৩১টি কিতাবের নাম গণনা করানোর পর বললেন: (এগুলো ও এগুলোসহ) ইলমে হাদীসের ৫০টিরও বেশি কিতাব আমার পড়া, পড়ানো ও অধ্যয়নে রয়েছে।

(ইযহারুল হক্কুল জলী, ৪০ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! ! ৫০টিরও বেশি কিতাব আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পড়া, পড়ানো ও অধ্যয়নে রয়েছে। হয়তো ভাবছেন যে, শুধু ৫০টি কিতাব..! যদি এ কিতাবগুলোর বিস্তারিত জানা যায় তবে এগুলো, শুধু নয়, ৫০টি কিতাবের অর্থ: হাজার হাজার পৃষ্ঠা আর লাখ লাখ হাদীস। সেগুলোর

মধ্যে হতে কেবল ✶ বুখারী শরীফের: ১ হাজার ৮২৩ পৃষ্ঠা আর এর মধ্যে হাদীস রয়েছে: ৭ হাজার ৫৬৩টি ✶ মুসলিম শরীফের: ১ হাজার ১৫৭পৃষ্ঠা, এর মধ্যে হাদীস শরীফ ৩ হাজার ৩৩টি ✶ আবু দাউদে: ৮২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫ হাজার ২৭৩টি ✶ তিরমীযির ৮৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীসের সংখ্যা ৩ হাজার ৯৫৮টি ✶ নাসায়ীর ৯০৫ পৃষ্ঠা, হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৫ হাজার ৭৬৯টি ✶ ইবনে মাজাতে: ৭০৫ পৃষ্ঠা এর মধ্যে হাদীসের সংখ্যা ৪ হাজার ৩৪১টি।

অনুরুপ এ ৫০টি কিতাবের মধ্যে হতে কেবল ২০টি কিতাবের খন্ড, এগুলোর পৃষ্ঠা সমূহ ও এর মধ্যে উল্লেখিত হাদীসের সংখ্যা দেওয়া হলো তো সর্বমোট: ৪৯ খন্ড হয়েছে, সেগুলোর সর্বোমোট ২৯ হাজার ৯০৩ পৃষ্ঠা আর এর মধ্যে সর্বমোট হদীস: ১ লাখ ৩৪ হাজার ৮১১টি।

এগুলো এখন হাদীসে পাকের কেবল ২০টি কিতাবের বিশদ বিবরন আর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অধ্যয়নের মধ্যে কতগুলো কিতাব রয়েছে? ৫০টিরও বেশি। যদি সেই সমস্ত কিতাবের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তবে অনুমান করে নিন! এগুলো কত হাজার পৃষ্ঠা হবে, কত লাখ হাদীস হবে যা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অধ্যপনা ও অধ্যয়নের অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

অতঃপর এখানে এই মাদানী ফুলও মনে রাখুন যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেহেতু একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন?সুতরাং সার্ভিকভাবে বললেন: ৫০টিরও বেশি কিতাব। এ বেশি দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ৫৫ টি কিতাব, ৬০টি, ৭০টি, ৫০টির কত বেশি কিতাব? এই ব্যাপারে গবেষণা করা হয়েছে, কতিপয় আশেকানে আলা হযরত উলামায়ে কিরামগণ ৪ বছর প্ররিশ্রম করেছেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখিত ৩৫০টি

কিতাব একত্রিত করলেন, তারা পড়লেন, সেই ৩৫০টি কিতাবে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যত হাদীসে পাক উদ্ধৃত করেছেন, সে হাদীসে পাকগুলো আলাদা করলেন তখন এগুলো সর্বমোট ১০ হাজার হাদীস একত্রিত হয়ে গেলো, অতঃপর হাদীসে পাক গুলোর মূল কিতাবে সে সব হাদীস অন্বেষন করা হলো তখন বুঝা গেলো যে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ ৩৫০ কিতাবে যা হাদীসে পাক আলোচনা করেছেন সেই হাদীসে পাক ৪০০ কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে অর্থাৎ এ গবেষণা থেকে বুঝা গেলো যে, হাদীসে পাকের ৪০০ কিতাব রয়েছে যা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টিতে থাকতো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেগুলো দেখতেন, সেগুলো থেকে হাদীসে পাক অধ্যয়ন করতেন আর লিখার সময় বর্ননা করতেন।

অতঃপর এটাও মনে রাখবেন যে, এই যেগুলো গবেষণা করা হলো, এগুলো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কেবল ৩৫০টি কিতাবের মধ্যে করা হয়েছে। আর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখিত কিতাব ১০০০ থেকে বেশি রয়েছে, যদি সমস্ত কিতাব থেকে হাদীস একত্রিত করা হয় তাহলে অনুমান করে নিন! হাদীসে পাকের কতটুকু কিতাবের ভান্ডার একত্রিত হয়ে যাবে।

এটাই হচ্ছে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাদীসে পাকের সাথে ভালোবাসা, হাদীসে পাক পড়ার আগ্রহ ও উদ্দীপনা। আর এর সাথে সাথে উৎকর্ষতা দেখুন! ইলমে হাদীস হলো একটি জ্ঞান, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেবল ইলমে হাদীসের পারদর্শী নন বরং ১০০টিরও বেশি জ্ঞানে তিনি পরিপূর্ন দক্ষতা রাখতেন অর্থাৎ এই অর্ধ্যয়ন কেবল এক বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে তাহলে ১০০টি থেকে বেশি জ্ঞানে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতটুকু অধ্যয়ন করেছেন? কতগুলো কিতাব পড়েছেন?

অতঃপর এর পাশাপাশি লিখা লেখির কাজও করেছেন, ফতোওয়াও লিখছেন, আলা হযরত পীরে কামিলও ছিলেন, মুরিদগণও উপস্থিত হতেন, তাদেরকে শিক্ষাও দিতেন, আলা হযরত শিক্ষকও, মাদরাসাতেও পড়াতেন, উম্মতের সমস্যার সমাধানও করতেন, এ সকল ব্যস্ততার মাঝেও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যতটুকু অধ্যয়ন করতেন, এসব দেখে জ্ঞান হতবাক হয়ে যায় ও আশ্চর্য হয়ে বলে:

আল্লাহ কি আতা হে সারকার কি রযা হে,
ফয়জানে গাউস ও খাজা আহমদ রযা হে।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও হাদীস প্রসার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা ছিলো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাদীসে পাকের ভালোবাসা, হাদীস পড়ার আগ্রহ ও উদ্দীপনা। নিংসন্দেহে হাদীস পড়া, তা বুঝা বড় দুর্দান্ত বিষয়, আর এরচেয়ে বড় দুর্দান্ত হলো: হাদীসে পাক আয়ত্ব করা, তা অন্যের নিকট পৌঁছানো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস পড়তেনও, সেগুলো আয়ত্বও করতেন এবং অন্যের নিকট পৌঁছাতেনও। তাঁর স্বাভাবের মধ্যে এটাও ছিলো যে নিজ কথোপকথনে হাদীসে পাক আবৃত্তি করতেন, তিনি যা বলতেন তা কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতেন, তাঁর নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে অধিক হাদীস উল্লেখ করতেন, সেগুলো অর্থ বলতেন, হাদীসগুলোর ব্যখ্যা করতেন।

✸ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হলো: তাযিমে সিজদা (অর্থাৎ কাউকে আল্লাহ মনে করে নয় বরং তাকে বান্দা মনে করে কেবল তার সম্মানার্থে তাকে সিজদা করা) কি জায়েয নাকি নাজায়েয? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কুরআনের আয়াত ও ৪০টি হাদীসের আলোকে প্রামাণ

করলেন যে আল্লাহ ব্যতিত কাউকে সিজদা করা পূর্বের শরীয়তে জায়েয ছিলো, আমাদের শরীয়তে হারাম ✸ আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে প্রশ্ন করা হলো: লোকেরা বলে থাকে যে: প্রিয় নবী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মুসিবত দূরীভূতকারী বলা শিরক? আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উত্তরে ৩০০ হাদীস উদ্ধৃত করে বললেন যে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, আল্লাহ পাকের দয়াই মুসিবত দূরীভূতকারী ✸ আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে প্রশ্ন করা হলো: কতিপয় লোকেরা বলে: রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যদি সমস্ত নবীগন থেকে উত্তম হয় তাহলে এর উপর কুরআন হাদীস দ্বারা দলিল নিয়ে আসো? আলা হযরত সেই প্রশ্নের ঈমান উদ্দীপক উত্তর লিখলেন আর ১০০টি হাদীসে পাক দ্বারা প্রামাণ করলেন যে আল্লাহ পাকের দয়ায় আমাদের নবী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীদের সরদার।

✸ ফেরেশতাদের সৃষ্টি কিভাবে হলো?এই বিষয়ের উপর কথা বলতে গিয়ে আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ২৪টি হাদীসে পাক উদ্ধৃত করেছেন। ✸ আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন, এ বিষয়ের উপর কথা বলতে গিয়ে আলা হযরত ৪০টি হাদীসে পাক উদ্ধৃত করেন। ✸ দাড়ির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর ৫৬টি হাদীস। ✸ মাতা-পিতার হক সম্পর্কে ৯১টি হাদীস। ✸ এভাবে আরো অগনিত বিষয়ের উপর আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ✸ এ হাদীসগুলো থেকে মাসআলা সংগ্রহ করতেন, এ হাদীসগুলোর অর্থ বর্ণনা করতেন, আর এটা নয় যে কেবল হাদীস বর্ণনা করে দিতেন বরং তিনি যখন হাদীসে পাক বর্ননা করতেন আর সাথে সাথেই সেই হাদীসের রেফারেন্সও লিখে দিতেন।

(ফয়যানে আলা হযরত, ৪৮৫-৪৮৭ পৃষ্ঠা)

(৩): আলা হযরত ও হাদীসের উপর আমলের ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! আমাদের প্রিয় আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলমে হাদীসে কেমন উচ্চ পারদর্শী ছিলেন, হাদীস পড়া, আয়ত্ব করা ও অন্যের নিকট পৌঁছানোর কেমন আগ্রহ রাখতেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকেও আলা হযরতের দয়া নসিব করুন। আমিন।

এখন আসুন! এটা শুনুন যে হাদীসে পাকের উপর আমল করা সম্পর্কে আলা হযরতের ধরণ কেমন ছিলো?

বৃষ্টিতে কাবা শরীফের তাওয়াফ

সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দ্বিতীয়বার হজ্জের জন্য যখন মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হলেন তখন সেখানে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন, অনেক দিন পর্যন্ত শরীর খারাপই ছিলো, মুহাররমুল হারামের শেষের দিনে শরীর সুস্থ্য হলো, তিনি গোসল করলেন, যখন গোসল খানা থেকে বাহিরে তাশরিফ নিয়ে আসলেন তখন দেখলেন: আসমানে মেঘ, তিনি দ্রুত হেরমে পাকে উপস্থিত হলেন, মসজিদে হেরম শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার হাদীসে পাক স্বরণে আসলো যে, যে ব্যক্তি বৃষ্টিতে তাওয়াফ করে, সেই আল্লাহ পাকের রহমতের মধ্যে সাঁতার কাটে।

ব্যস আপন প্রিয় মওলা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মোবারক বাণী স্বরণে আসলো তখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অন্তরে ঢেউ উঠলো, বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ফযীলত অর্জন করার জন্য আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তৎক্ষণাৎ হাজরা আসওয়াদের নিকট উপস্থিত হলেন, হাজরা

আসওয়াদকে চুম্বন করলেন আর বৃষ্টিতেই তাওয়াফ করা আরম্ভ করে দিলেন।

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! কল্পনা করুন! বৃষ্টি বর্ষন হচ্ছে, সেই সময়ের ইমাম, সত্যিকার আশেকে রাসূল, আল্লাহ পাকের প্রেমে বিভোর, কেমন আগ্রহ ও আবেগের সাথে খানায়ে কাবার চর্তপাশ্বে প্রদক্ষিণ করছেন..? সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাওয়াফের ৭টি চক্কর সম্পন্ন করলেন আর বাসস্থানে তাশরিফ নিয়ে গেলেন।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শরীর পূর্বে থেকে খারাপ ছিলো, জ্বর থেকে নিরাময়ই হতেই তিনি হাদীসে পাকের উপর আমল করার জন্য বৃষ্টিতে তাওয়াফ করে নিলেন, অতএব জ্বর পূনরাই ফিরে আসলো। মক্কায়ে মুকাররমার যারা আশেকে রাসূল উলামা ছিলেন, তারা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি অনেক ভক্তি রাখতেন, যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দ্বিতীয়বার জ্বর হলো তখন তারা ব্যথিত হলেন, এক আশেকে রাসূল আলেমে দ্বীন ভারাক্রান্ত অবস্থায় বললেন: একটি দূর্বল হাদীসের উপর আমল করার জন্য আপনি আপনার শরীরের এই অসর্তকতা করলেন?

দূর্বল হাদীস মুহাদ্দীসগণের একটি পরিভাষা, দুর্বল হাদীসও নবীর বানী কিন্তু সেটাকে রেওয়াতকারী রাবীর মধ্যে কিছু শর্তের ঘাটতি রয়েছে সুতরাং! ঐসব আলেম সাহেব বললেন বৃষ্টির মধ্যে তাওয়াফের ফযীলত সম্পন্ন হাদীস দূর্বল আর আপনি এ দূর্বল হাদীসের উপর আমল করার জন্য নিজের স্বস্থ্যের খিয়াল রাখেননি? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা উত্তর দিলেন, তা হৃদয়ের কান দিয়ে শুনুন! বললেন: হাদীস দূর্বল কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আশা তো দৃঢ়। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ২০৯ পৃষ্ঠা)**

অর্থাত হাদীস দূর্বল তবে এর এটাই উদ্দেশ্য যে, হাদীসের রাবীর মধ্যে শর্তসমূহ পরিপূর্ন নয় কিন্তু এটা তো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই বাণী, আর আমি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানীর উপর আমল করেছি, আমার আল্লাহ পাকের রহমতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস যে আল্লাহ পাক আমার নিয়্যতের প্রতিদান আমাকে অবশ্যই দান করবেন।

মুসিবতগ্রস্তকে দেখে পাঠ করার দোয়া

১৩০০ হিজরীর কথা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মোবারক বয়স সেই সময় ২৭ বছর কয়েক মাস ছিলো, গরমের মৌসম ছিলো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কিছু জ্ঞানের বিশ্লেষণের জন্য ছোট্ট শব্দে লিখিত কিতাব ধারাবাহিক দেখতে হতো, সেই ধারাবাহিক প্ররিশ্রমের কারণে চোখের উপর কিছু প্রভাব পড়লো, একদিন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, দুপুরের সময় তাঁর গরম অনুভব হলো তখন গোসল করলেন, যখনই মাথায় পানি ডালতে লাগলেন যেনো মাথা থেকে কিছু জিনিস চোখে নেমে আসলো।

পরে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখিয়েছেন, ডাক্তর সাহেব (Check up) সেক-আপ ব্যতিত বললো: অধিক কিতাব দেখার কারণে শুস্কতা দেখা দিয়েছে, ১৫ দিন পর্যন্ত কিতাব পড়বেন না। এখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মত ব্যক্তিত্ব, সারা বিশ্ব থেকে মুসলমান দ্বীনি মাসআলার সমাধান জিজ্ঞাসা করতেন, ফতোওয়া চায়তেন, ডাক্তার সাহেব ১৫দিন দ্বীনি কিতাব পড়তে নিষেধ করেছে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তো ১৫মিনিটও কিতাব ছাড়তে পারবেন না, সুতরাং একজন হেকিম ডাক্তার (Check up) সেক-আপ করলেন, তিনি বললেন: পানি নেমে আসার

লক্ষণ রয়েছে, আল্লাহ না করুক ২০ বছর পর পানি নেমে আসবে। (অর্থাৎ ছানি পড়ার কারণে দৃষ্টি চলে যেতে পারে।)

প্রকাশ্যভাবে এটি একটি বড় চিন্তার বিষয়, কিতাব ছাড়তে পারবে না, লেখা-লেখির কাজতো করতেই হবে, অন্যতায় উম্মতের পদপ্রদর্শন কে করবে? আর আল্লাহ না করুক যদি দৃষ্টির সমস্যা হয়ে যায় তাহলে এটাও একটি বড় কষ্টদায়ক হবে।

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! বিপদের সময় একজন সত্যিকার আশেকে রাসূলের মনোযোগ কোন দিকে হয়ে থাকে? سُبْحٰنَ اللّٰہ! আশেকদের ইমাম আ লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ ও হুযুরের আচলে আশ্রয় নিলেন, একটি হাদীসে পাক মনের মধ্যে আসলো যে, যে বান্দা কোন মুসিবতকৃত ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করবে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاکَ بِہٖ وَ فَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلاً

পাঠকারী সেই মুসিবত থেকে রক্ষা পাবে, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ ছানি আক্রান্ত একজন ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করলেন আর মনের মধ্যে প্রশান্তি হয়ে গেলো।

এই ঘটনার ১৬ বছর অতিবাহিত হয়ে গলো, ঠিক ১৬ বছর পর একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সামনে এই বিষয়ের আলোচনা করা হলো, সেই চোখ (Check up) সেক-আপ করলো আর সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলে দিলেন: ৪ বছর পর আসলেই চোখে ছানি আসবে। কিন্তু কুরবান হয়ে যান! আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বললেন: আমার নিকট আমার প্রিয় রাসূল হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বানীর উপর এত কাঁচা বিশ্বাস নয় যে ডাক্তার বলার ফলে আল্লাহর পানাহ! আমার ঈমান নড়ে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! কি

২০ বছর এখন ৩০ বছর থেকেও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো, না আমি কিতাব পড়া কমিয়েছি, না চোখে কোন ধরণের কষ্ট হলো।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৭০-৭১, পৃষ্ঠা)

আপনে দিল কা হে উনহে ছে আরাম, ছুপে হে আপনে উনহে কো সব কাম,
লু লাগে হে কেহ আব উস দর কে গোলাম চারা দরদে রযা করতে তে হেঁ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আপন প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানীর উপর কেমন পাকাপোক্ত বিশ্বাষ ছিলো, আল্লাহ পাক আ লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস নসিব করুন। আমিন।

রযার জীবনী থেকে ২টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

হে আশেকানে রাসূল! আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবনীর কতিপয় দিক শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, আজকের বয়ানে বিশেষ করে ২টি শিক্ষা আমারা পেলাম:

(১): হাদীস সমূহ পড়া, আয়ত্ব করা আর বুঝার আগ্রহ।

(২): হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

মন থেকে হাদীস পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করুন!

একটু চিন্তা করুন! হাদীসে পাক কি? আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যার কালিমা আমরা পড়েছি, যার থেকে আমরা সুপারিশের আশা রাখি, যার সদকায় দুনিয়া সৃষ্টি, যার সদকায় আমরা দুনিয়াতে এসেছি, যার সদাকায় আমরা আহার করি, আমাদের সেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি আল্লাহ পাকের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সেই প্রিয় নবী

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাকে সর্বাধিক জ্ঞান দান করেছেন, সেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সেই প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় বাণীসমূহকে হাদীস বলা হয় (হ্যা! কখনো সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ তাদের বাণীকেও হাদীস বলা হয়)। এখন চিন্তা করুন! আমরা মুসলমান, আমরা শেষ নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কালিমা পড়ি, আমাদের কি অধিকারের মধ্যে পড়ে না? যে আমরা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী পড়া, সেগুলো বুঝা, তার উপর আমল করা। অবশ্যই আমাদের অধিকার রয়েছে। হাদীস হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দ, হাদীসের একটি একটি শব্দ ইলম ও হিকমতের সমুদ্র, এ শব্দসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত আগতদের জন্য জ্যোতি, নূর, পথপ্রদর্শক। মুফাসিসরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ, ইয়ার খাঁন নঈমী, رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইসলামে কালামুল্লাহ অর্থাৎ কুরআনের পর রাসূলের কালাম (অর্থাৎ হাদীসে পাক) এর স্তর। কুরআন হলো সমুদ্র, হাদীস হলো এই সমুদ্রের জাহাজ, কুরআন হলো আত্মার খাদ্য, হাদীস হলো রহমতের পানি, যেভাবে পানি ব্যতিত খাবার তৈরী হতে পারে না, অনুরুপভাবে হাদীস ব্যতিত না কুরআন বুঝা যাবে আর না তার উপর আমল করা যাবে। (মিরআতুল মানাজি, ১ খন্ড, ৩:পৃষ্ঠা) আমাদের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْن আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا যতক্ষণ পর্যন্ত এ উভয়কে আঁকড়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। (১): কিতাবুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কিতাব অর্থাৎ কুরআন) (২) সুন্নাতে নববী (অর্থাৎ নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অর্থাৎ হাদীস) **(জামিউল বয়ানুল ইলম ওয়া ফযলুহ, ১ খন্ড,**

৬০৬) এক হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে ৪০টি হাদীসে পাক শিখলো, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের কাতারে উঠাবে। **(জামিউল বয়ানুল ইলম ওয়া ফযলুহ, ১ খন্ড, ১৯৫:পৃষ্ঠা)**

একটি হাদীস শুনার জন্য সারা বছর রোযা রাখলেন

হায়! আফসোস! এখন হাদীস পড়া, শুনার আগ্রহ একেবারে কম হতে চলছে। سُبْحٰنَ الله! পূর্বের মুসলমানদের মধ্যে হাদীস পড়ার, হাদীস শুনার, হাদীস আয়ত্ব করার পূর্ণ ইচ্ছা থাকতো, ইমাম জালালউদ্দীন সূয়ূতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ননা করেন: হযরত আবুল আব্বাস মুস্তাগফিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মিসরে গেলেন আর সেখানে মুহাদ্দীস হযরত আবু হামিদ মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, আরজ করলেন: হুযুর! আমাকে হাদীসে খালিদ বিন ওয়ালিদ শুনিয়ে দিন। হযরত আবু হামিদ মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রথম এক বছর রোযা রাখো।

অতএব হযরত আবুল আব্বাস মুস্তাগফিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেবল একটি হাদীসে পাক শোনার জন্য তিনি পূরো এক বছর রোযা রাখলেন, অতঃপর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত আবু হামিদ মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে ঐ হাদীস শুনালেন। **(জামিউল হাদীস, ১৯, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৯২২,)**

سُبْحٰنَ الله! এটা হচ্ছে: ইলমে দ্বীনের উৎসুক। এটা হচ্ছে: ইলমে হাদীসের উৎসুক। কেবল একটি হাদীস শিখার জন্য হযরত আবুল আব্বাস মুস্তাগফিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাড়ি ঘর ত্যাগ করলেন, পূর্বের যুগে সফর করা অনেক কষ্ট হতো, এতদসত্ত্বেও মিসর পৌছলেন, অতঃপর পূরো বছর রোযা রাখলেন, তখন একটি হাদীসে পাক শিখার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

হে আশেকানে রাসূল! আমাদেরও উচিত যে, হাদীস পড়া, হাদীস শোনা, হাদীস শিখা, সেগুলো আয়ত্ব করা, হাদীস সমূহ বুঝা এবং চেষ্টা করে অন্যের নিকট পৌঁছানোরও সৌভাগ্য অর্জন করা তবে হ্যা! মনে রাখবেন! হাদীসে পাক সঠিকভাবে বুঝা আর তা থেকে মাসআলা বের করা পারদর্শী উলামাগণের কাজ, আমরা কেবল আশেকানে উলামগণের পিঁছে পিঁছে চলব। আজ কাল অনেক নির্বোধ তার অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ব্যখ্যা করতে থাকে, এটা অনেক ক্ষতিকারক বিষয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ যে ব্যক্তি আমার প্রতি এই কথার সম্পর্ক করলো যা আমি বলিনি, তবে সেই তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিলো। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১০২, হাদীস:১০৯)**

হাদীস সমূহ পড়া ও বুঝার সহজ মাধ্যম

★ اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দাওয়াতে ইসলামী শহরে শহরে জামিয়াতুল মদীনা বানিয়ে দিয়েছে, সময় বের করে নিন! দরসে নেজামী অর্থাৎ আলেম কোর্সে ভর্তি হয়ে যান! ★ ফয়যানে অনলাইন একাডেমির মাধ্যমে অনলাইন দরসে নাজামী করে নিন। ★ اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দাওয়াতে ইসলামীর ইলমী ও গবেষনা বিভাগ (ইসলামীক রিসার্চ সেন্টার) হাদীসে পাকের অনেক ঊর্দূ কিতাব প্রস্তুত করে দিলো ★ এই হাদীসে পাক যার জন্য হযরত আবু আবুল আব্বাস মুস্তাগফিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবছর রোযা রাখলেন, এই হাদীসে পাক ও এর বিস্তারিত ব্যখ্যা সম্বলিত রিসালা মাকতাবাতুল মদীনাতে রয়েছে: বেদুঈনের প্রশ্ন ও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তর ★ অনুরুপ মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব: ফয়যানে রিয়াদুস সালিহীন। রিয়াদুস সালিহীন ইমাম নববীর লিখিত হাদীসের কিতাব, যেগুলো

আরবীতে রয়েছে, তার মধ্যে ১ হাজার ৮ শত ৯৬টি হাদীস রয়েছে, সেই হাদীসের সহজ অনুবাদ ও ব্যখ্যার উপর কাজ চলামান রয়েছে:ফয়জানে রিয়াদুস সালিহীন ৬ খন্ডে লিখা হয়েছে, মাকতাবাতুল মদীনার একটি কিতাব, আনওয়ারুল হাদীস ★ অনুরুপ ৪০টি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংক্ষিপ্ত বাণী ★ শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি নতুন রিসালা এই বছরেই মুহাররামুল হারমে এসেছে: ফয়যানে আহলে বাইয়ত এর মধ্যে আহলে বাইতের শানে ৪০টি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে ★ অনুরুপ আমীরে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি রিসালা: প্রত্যেক সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী, এর মধ্যে সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর শান ও মর্যাদার উপর ৪০টি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে।

দাওয়াতে ইসলামীর আই, টি ডিপার্টমেন্ট এর একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে: Islamic Ebook Library এর মধ্যে মাকতাবাতুল মদীনার সমস্ত কিতাব বিদ্যমান রয়েছে, এর মধ্যে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে পড়াও যাবে এবং ডাওন লোডও করা যাবে। এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে নিন, নিজেও উপকৃত হওন, অন্যকেও উৎসাহিত করুন।

মোট কথা: আজ-কাল হাদীস পড়া, বুঝার অনেক মাধ্যম বিদ্যমান, যদি আমরা মন মানসিকতা সৃষ্টি করি তাহলে অনেক পথ বের হতে পারে, ব্যস কেবল অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করা প্রয়োজন। হাদীসে পাকে রয়েছে, আমাদরে প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে সতেজ রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, সেটাকে অন্যের নিকট পৌছিয়ে দেয়।** (আবু দাউদ, কিতাব, আল ইলম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৬০)

হযরত যাকারিয়া বিন আদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা

করলাম: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِکَ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি আচরণ করেছে? তিনি উত্তর দিলেন: হাদীস অন্বেষণের জন্য সফর করার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৩২ খন্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা)**

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর বিশ্বাস রাখা ঈমান প্রাণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় মাদানী ফুল যেটা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর জীবনী থেকে শিক্ষা পেলাম, সেটাই: হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

এটা তো আমাদের ঈমানের দাবি বরং ঈমানের মূল ভিত্তি। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: ঈমানের বাস্তবতা হচ্ছে: আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা। আরো বলেন: সত্য কথা জিজ্ঞাসা করলে তো ঈমানের প্রাণ তো এটা যে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর আপন ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, জ্ঞান ইত্যাদি) থেকে বেশি বিশ্বাস থাকতে হবে, যদি আমরা চোখে দেখি যে এখন দিন আর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলছেন যে এখন রাত তাহলে আমাদের চোখ মিথ্যা আর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য। আমাদের চোখ হাজার বার ভূল করতে পারে কিন্তু তার বাণী কখনো ভূল হতে পারে না। **(তাফসিরে নাঈমী, পারা, ১, বাক্বারা আয়াত: ৩, খন্ড ১, ১২৮ পৃষ্ঠা)**

ইলমে হাদীসের অনেক বড় ঈমাম ইমাম নববী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একবার দামেস্কের একজন বড় মুহাদ্দীস সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হলেন আর তার থেকে হাদীস শিখতে থাকেন, এই মুহাদ্দীস সাহেব মুখে কাপড় দিয়ে দরস দিতেন, ঈমাম নববী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ অনেক দিন ধরে তার কাছ থেকে হাদীসে পাক পড়তে থাকেন, একদিন তিনি ঈমাম নববী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর সামনে তার চেহরা থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন, দেখলেন যে তার মুখ

গাদার মত। ঐ মুহাদ্দীস সাহেব ঈমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নসিহত করতে গিয়ে বললেন: আমি হাদীসে পাক পড়লাম যে, যে ব্যক্তি ঈমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে নেয়, সেই কি ভয় করে না যে আল্লাহ পাক তার মাথা গাদার মত করে দিবে। (মুসলীম, কিতাব আস সলাত, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৭) মুহাদ্দীস সাহেব বলেন: এই হাদীসে পাক আমার বুঝে অসেনি, আমি জেনে বুঝে ঈমামের পূর্বে (অর্থাৎ রুকু ও সিজদাতে ঈমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে নিলাম) তখন আমার চেহরা এমন হয়ে গেলো যেমনি তুমি দেখছো।

(বাহারে শরীয়ত, ১ অধ্যয়, ৫৬০ পৃষ্ঠা, ৩ খন্ড)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরিপূর্ন ঈমান নসীব করুন, হাদীস পড়ার, শোনার, শিখার, বুঝার আগ্রহ দান করুন এবং হাদীসে পাকের উপর পূর্ন্য বিশ্বাষ রাখার তাওফিক দান করুন, আমিন।

নেক আমল নম্বর ১২ এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফয়যানে আলা হযরত পাওয়া, ইলমে দ্বীন শিখা, আমলের উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে খুববেশি আগ্রসর হয়ে অংশ গ্রহণ করুন, নেক আমলের রিসালা পূর্ণ করুন আর প্রত্যেক মাসে নিয়ম অনুযায়ী আপনার যিম্মাদারকে জমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন! اِنْ شَآءَ الله! দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসিব হবে। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রদত্ত ৭২ নেক আমলের মধ্যে হতে একটি নেক আমল নম্বর ১২ এটা যে, আপনি কি আজ আলা হযরত কিংবা মাকতাবাতুল মদীনার কোন কিতাব বা রিসালা ফয়যানে মদীনা কমপক্ষে ১২ মিনিট পড়ছেন কিংবা শুনছেন? এটা কি সুন্দর নেক আমল যখন আমরা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর

কিতাব পড়বো তাহলে আলা হযরতের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আরো বৃদ্ধি পাবে। আর অন্যান্য কিতাব পড়ার কারণে আমাদের মাঝে ইলমে দ্বীনও বৃদ্ধি পাবে। আপনিও নিয়্যত করুন যে, নিজেও নেক আমলের রিসালা পূরণ করবো আর অন্যকেও এর উৎসাহিত করবো।

সপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ

দেশ বিদেশে দাওয়াতে ইসলামীর সংগঠিত অসংখ্য সপ্তাহিক ইজতিমায় প্রত্যেক সপ্তাহে হাজারো আশেকানে রাসূল একত্রিত হয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, সুন্নাত ও আদব শিখে, মুসলমানদের নৈকট্যের বরকত অর্জন করে, আল্লাহ পাকের ঘরে রাতে ইতিকাফ করে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করে, অনেকে "নেক আমলের" উপর আমল করার সৌভাগ্য পায়, ইজতিমার শেষে কাফেলার মুসাফির হয়।

এই সপ্তাহিক ইজতিমার জন্য একটি বিভাগের নাম" সপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ" প্রতিষ্ঠিত। যেটার কাজ সমূহের মধ্যে শুরাকাদের ইজতিমার সংখ্যা বৃদ্ধি করা, সপ্তাহিক ইজতিমার ধরণকে শরয়ী ও তানযিমী নিয়ম অনুযায়ী চলানো। কারী ও নাত পড়ুওয়া এবং মুবাল্লিগের উপস্থাপিত হওয়ার সময়সূচী বানানো। তিলাওয়াত ও নাত এবং বয়ানের সিডিউল তৈরী করে কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা। বিশেষ করে ইজতিমাতে প্রবেশদ্বারের দরজায় নিরাপত্তার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। স্পীকার, লাইট, জেনেটর ও ইউপি এস এর জন্য উপযোক্ত ব্যবস্থা করা, অযু গোসলখানা, ইস্তিঞ্জাখানায় পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ইজতিমার স্থান ও মসজিদে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা, কার্পেট মাদুর বিছানো আর ইজতিমার শেষে তুলেফেলা, ইজতিমা চলাকালিন আশে-পাশে গুরাফেরাকারী ইসলামী ভাইয়দেরকে সহানুভূতির

মাধ্যমে নম্র ও ভদ্রতার সহিতে ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করানো, প্রয়োজনে উপযোক্ত স্থানে পানি পাইপ বসানো আর মাকতাবাতুল মদীনার স্টোল থেকে কিতাব ও রিসালা সরবরাহ করা। ইজতিমাতে আগত ইসলামী ভাইয়দের ঘাড়ির পার্কিনের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন শাখার স্টোল (Stall) বসানো ইত্যাদি এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ পাক "সপ্তাহিক ইজতিমার বিভাগকে" আরো উন্নতি দান করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে শেষের দিকে নিতে গিয়ে সুন্নাতের ফযিলত ও কিছু জীবনের আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ অর্থাৎ উম্মতের ফিতনা ফ্যাসাদের যোগে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আমল করবে তাকে শত শহিদের সাওয়াব দান করা হবে। **(যুহদে কাবির, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৭)**

হার কাম শরীয়ত কে মুতাবিক মে করু কাশ!
ইয়া রব তু মুবাল্লিগ মুজে সুন্নাত কা বানা দে
(ওয়াসায়েলে বখশিষ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

হাদীসে পাকের সাথে সম্পৃক্ত উপকারী সুক্ষ্মতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে শেষের দিকে নিতে গিয়ে হাদীসে পাকের সাথে সম্পৃক্ত কিছু উপকারি সুক্ষ্মতা বর্ননা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ২টি লক্ষ্য করুন: (১) যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয় সম্পর্কে ৪০টি হাদীস আয়ত্ব করে আমার উম্মত পর্যন্ত পৌছে দিবে আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তাকে এ মর্যাদা সহকারে উঠাবে যে, সেই ফকিহ হবে আর আমি কিয়ামতের দিন তার

সুপারিশ করবো এবং তার জন্য সাক্ষ্য দিবো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ইলম, ৩য় পরিচ্ছেধ, ১/৬৮ হাদীস, ২৫৮) (২) ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক তাকে সতেজ রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে স্বরণ রাখলো আর তা অন্যের নিকট পৌছে দেয়। (তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/২৯৮, হাদীস: ২৬৬৫) ★ হাদীস হচ্ছে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা, কাজ, অবস্থা ও বক্তব্যকে বলা হয়। (নুযহাতুল ক্বারী, ১/৮৭) ★ এ ইলম অর্জন করা ফরযে কিফায়া যদি সমস্ত উম্মতের মধ্যে এর আমল কারি পাওয়া না যায় তাহলে সমস্ত উম্মত গুনাহগার হবে। (নিসাবে উসূলে হাদীস, ২৮) ★ কুরআনের ন্যয় হাদীসে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও আহকামে শরীয়তের ভিত্তি রাখে।

(ঘোষণা)

হাদীসে পাক সম্পর্কে বাকী সুক্ষতা তরবিয়তী হালকায় বর্ননা করা হবে, সুতরাং সে গুলো জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)